বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা ও অনুন্নয়নের কারণ অনুসন্ধান এবং আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণ বিষয়ক স্বাধীন গবেষণাকার্য পরিচালনা করে থাকে। বিআইডিএস উন্নয়ন গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। গত চার দশক ধরে প্রতিষ্ঠানটি ম্যাক্রো ও সেক্টরাল উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক ব্যাপ্তি নিয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক গবেষণা কাজে জড়িত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিআইডিএস এর গবেষকগণ প্রতিষ্ঠানকে ও ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা করেছেন।

- **আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক থিংক ট্যাঙ্ক (Think Tank) ও এশিয়ার সেরা থিঙ্ক ট্যাংকসমূহের মধ্যে বিআইডিএস-এর অবস্থান:**

বছর	২০১৬	২০১৫	২০১৪	২০১৩	মন্তব্য
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক থিংক ট্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অবস্থান	৬৮৪৬ টির মধ্যে ১০৪তম	৬৮৪৬ টির মধ্যে ১০২তম	৮০০০টির মধ্যে ৯৭তম	৫৩২৯টির মধ্যে ৯৭	যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী
এশিয়ার সেরা থিংক ট্যাঙ্কসমূহের মধ্যে অবস্থান	১০০টির মধ্যে ১৬তম	৯৫টির মধ্যে ১৬তম	-	৩০টির মধ্যে ১৫তম	

- **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার তৈরি ও প্রকাশ:** বিআইডিএস ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে প্রথমবারের মতো পরিকল্পনা কমিশনের জন্য ৬ খন্ডের ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আংশিক ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার তৈরি করে যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- **বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান:** এছাড়া সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী কমিটিতে বিআইডিএস এর গবেষকগণ বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সর্বশেষ বেতন কমিশন।

- **প্রকাশনা:** বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ত্রৈমাসিক ইংরেজি জার্নাল প্রকাশ করে থাকে। ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ৮ বছরে ৩২টি ইস্যু প্রকাশ করেছে। এছাড়া প্রতিবছর বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা নামে ১টি করে বিগত ৮ বছরে ৮টি বাংলা জার্নাল, ১৮৭টি রিসার্চ রিপোর্ট, ২৩টি রিসার্চ মনোগ্রাফসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক ওয়ার্কিং পেপার, প্রজেক্ট রিপোর্ট ও পলিসি ব্রিফ প্রকাশিত হয়েছে।

- **গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা:** বিআইডিএস কর্তৃক ২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা সমীক্ষার সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২০১৬-১৭	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১০-১১	২০০৯-১০
২৬টি	১১টি	২৬টি	০৭টি	১৭টি	১০টি	০৯টি	১১টি

- **উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন:** ২০০৯ থেকে ২০১৬ এই সময়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের ১২জন গবেষক বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি/এম.এস ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবেষণা বাস্তবায়ন।

২০০৯ জানুয়ারি হতে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণঃ

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে ৩০ আগস্ট ২০০৯ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে উন্নীত করা হয়। গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে একাডমি প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০৩ মার্চ, ২০১০ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাঁকজমকপূর্ণভাবে 'রজত জয়ন্তী' উদ্‌যাপন করা হয়। এতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যগণ এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
- ৬২৩টি বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৯৩৪১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১৭টি বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।
- ৩০ কিলোওয়াট সোলার পাওয়ারের জেনারেশন স্থাপন।
- ৪০ হাজার গ্যালন বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ক্ষমতার আন্ডার গ্রাউন্ড রির্জারভার স্থাপন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের গ্রুপ ওয়ার্ক ও বিনোদনের জন্য ব্রিদিং স্পেস নির্মাণ।
- প্রশিক্ষণ ভবনসহ সকল ভবন সংস্কার
- প্রশাসনিক ভবনে ও ডরমিটরীতে ০৩টি লিফট স্থাপন।
- ডরমিটরীর আসবাবপত্র সরবরাহ।
- □□টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন ও কম্পিউটার, সার্ভার ও মাল্টিমিডিয়া ক্রয়।
- □□টি মাইক্রোব□, □□টি পিকআপ ও ০৪টি জীপ গাড়ি ক্রয়।
- □□জন কর্মকর্তার বৈদেশিক শিক্ষাসফর ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।
- ইতঃপূর্বে বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা থেকে একাডেমির বার্ষিক আয় ছিল ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা। বিগত ৩/□ বছর যাবৎ এর পরিমানে দাড়িয়েছে প্রায় ৩.০০ কোটি টাকা।
- □□□□□□ □□□□□□ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাডেমিতে ICT বিষয়ক কোর্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে মোট ICT □□□□□ □□টি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। ICT বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স প্রথম বারের মতো জানুয়ারি, ২০১১ হতে চালু করা হয়েছে।
- □ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, NIS, TQM, MDGs □ত্যাদির উপর ০৬টি ওয়ার্কসপ বাস্তবায়ন।
- □□টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে এবং ৩৮জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- অডিট আপত্তির সংখ্যা ২১টি। তন্মধ্যে নিষ্পত্তির সংখ্যা ১৮টি।
- □□টি সেট ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং দুরবর্তী স্থানের প্রশিক্ষক দিয়ে ক্লাস গ্রহন করা হচ্ছে।